07

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

উত্তরাঞ্চলে গ্রামের স্কুলে ছাত্রী ভর্তি তিনগুণ বেড়েছে

মীর্জা শামসুল ইসলাম : গ্রামাঞ্চলেরবিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া অবৈতনিক করায় ছাত্রী ভর্তির হার প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলে ১৬টি জেলা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজশাহী বিভাগীয় শিক্ষা দফতর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৮৯–৯০ শিক্ষা বছরে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ২ হাজার ৭৮টি মাধ্যমিক এবং ৩৬৮টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৪শ' ৯৭ জন সেখানে '৯২ সালের ৮ জানুয়ারী পর্যন্ত ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার ৩৮৭ জনে। এই ছাত্রী ভর্তি আরও ১ মাস চলবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নতুনভাবে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেসব মেয়ে '৯০–৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তি হতে শুরু করেছে তাদের মধ্যে প্রায় ৬০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাস করে লেখাপড়ার ইতি টেনে বসেছিল। এই ৬০ ভাগের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ দরিদ্র নিরক্ষর শ্রেণীর, ৩০ ভাগ ভূমিহীন পরিবারের এবং ২০ ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের। আর্থিক অনটনই ছিল এদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথেপ্রধানঅন্তরায়।

উত্তরাঞ্চলের গ্রামগঞ্জে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম যদিও দেশের অপর ৩টি বিভাগের তুলনায় মেয়েদের হার এই অঞ্চলে বেশি। সে তুলনায় উদ্যোক্তার অভাবে গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে মেয়েদের বেশিরভাগের সহশিক্ষা বিদ্যালয়েই ভর্তি হতে হয়। এতে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ কম হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাবনা জেলায় শিক্ষিতের হার ১৯ দশমিক ২ ভাগ। স্ত্রী শিক্ষার হার মাত্র ৪ দশমিক ১ ভাগ।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৪৩টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাত্র ২৫টি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাত্র ১৩৬টি। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে যেসব ছাত্র–ছাত্রী বের হয় তাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গমন করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

একজন প্রবীণ শিক্ষানুরাগী জানান, গ্রামে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার সাথে যদি ভর্তি খরচ হ্রাস করা হতো তা'হলে মেয়েদের ভর্তির হার আরও বৃদ্ধি পেত। তিনি অভিযোগ করেন, সারা বছর অবৈতনিক অজুহাতে ভর্তির সময় অনেক টাকা দাবী করা হচ্ছে। ফলে দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে মেয়ে ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না।